দৈনিক বাংলা
তারিখ ...23 DEC 1990...
পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম ৫ ...

৪০

সোমবার ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

।। মোয়াজ্জেম হোসেন ।।

শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলভিত্তিক রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর সোমবার অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এই নির্বাচন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সোমবার ঢাকা ভার্সিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষকদের অধিকাংশ জড়িয়ে গেছেন নির্বাচনী তৎপরতার সঙ্গে। নির্বাচনী তৎপরতায় শিক্ষকদের মিলনকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব এখন সারাক্ষণ সরগরম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন তিনটি দলে বিভক্ত। সাদা, নীল এবং গোলাপী। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা যে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত সেই গ্রুপগুলির কোন আনুষ্ঠানিক নাম নেই। যে গ্রুপ যে রংয়ের লিফলেটে তাদের বক্তব্য প্রচার করে, সেই রং দিয়ে ঐ গ্রুপের নামকরণ করা হয়। একসময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দুটি গ্রুপ ছিল। নীল এবং গোলাপী। "নীল" দলকে আওয়ামী লীগ পন্থী এবং গোলাপী দলকে আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতির অনুসারী বলে মনে করা হয়। সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল মান্নানের সময় "গোলাপী" দল থেকে বিদ্রোহ করে একটি অংশ বেরিয়ে আসে এবং "সাদা" দল গঠন করে। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা এবং শিক্ষক সমিতির অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ সাদা দলের সমর্থক। সাদা দলের নেতৃত্বে আর যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

নীল দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডঃ মোঃ মসিহুজ্জামান, প্রফেসর ম আখতারুজ্জামান, ডঃ এম আমিনুল ইসলাম, ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী প্রমুখ।

প্রফেসর আবদুল মান্নান ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালেই গোলাপী দল শিক্ষকদের মধ্যে সমর্থন হারায়। বর্তমানে গোলাপী দলের সমর্থকের তালিকায় রয়েছেন অল্প কিছু শিক্ষক। এই দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর কে এম সাদউদ্দীন, প্রফেসর বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ডঃ হারুন-অর-রশীদ প্রমুখ।

এবারের নির্বাচনে নীল দল এবং গোলাপী দল একজোট হয়েছে ক্ষমতাসীন সাদা দলের বিরুদ্ধে। গোলাপী দল নির্বাচনে কোন প্রার্থী দিচ্ছে না এবং সমর্থন দিয়েছে নীল দলের প্যানেলকে।

নীল দল থেকে এবার শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন যথাক্রমে ডঃ আবদুল জব্বার মিঞা (রসায়ন) এবং ডঃ মোঃ শাহাদত আলী (প্রাণীবিদ্যা)।

অপরদিকে সাদা দল থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন যথাক্রমে ডঃ আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী (সমাজবিজ্ঞান) ও ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন (প্রাণরসায়ন)।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিন দলই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রচুর লিফলেট ছড়িয়েছে। এসব লিফলেটে নিজ নিজ দলের পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

নীল দল এবং গোলাপী দল তাদের লিফলেটে সাদা দল এবং বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে এরশাদ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগ এনেছে। এছাড়া প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার বিরুদ্ধে বেনামে গোলাপী রংয়ের একটি লিফলেট ছাড়া হয়েছে।

অপরদিকে সাদা দল তাদের লিফলেটে গত এক বছরে শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে সফল আন্দোলনের দিকগুলি টেনে এনেছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া, ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভেঙ্গে শিক্ষক সমিতির মিছিল ইত্যাদি।

নীল দলের লিফলেটে যেসব নির্বাচনী ওয়াদা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ সমুন্নত রাখা, শিক্ষকদের জন্য বেশী করে ফ্ল্যাট নির্মাণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনক্রম ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা আদায়।

সাদা দলের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষকদের জন্য প্রতিবছর ২০টি করে ফ্ল্যাট নির্মাণ, যথাসময়ে উচ্চতর পদে নিযুক্তি, লাইব্রেরী আধুনিকায়ন, সব শিক্ষকের কামরায় টেলিফোন সংযোগ দেয়া, যাতায়াতের জন্য আরও মাইক্রোবাস সংগ্রহ ইত্যাদি।